দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 11 JUN 2017 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

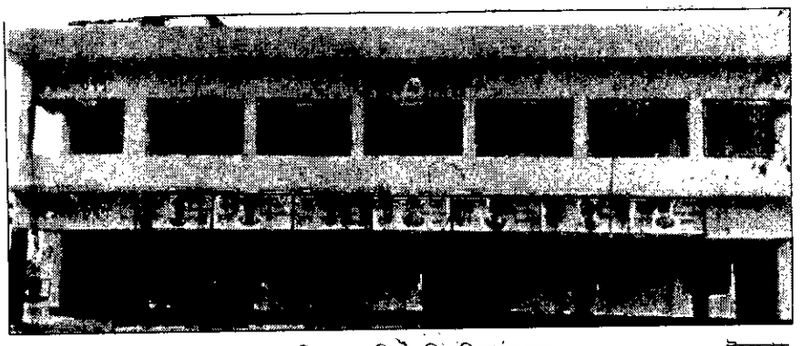

দীঘিনালা (খাগড়াছড়ি) উপজেলার তারাবনিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন —ইত্তেফাক

দুর্গম পাহাড়ে আলো ছড়াচ্ছে তারাবনিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়

■ তমাল তরুন দাশ, দীঘিনালা (খাগড়াছড়ি) সংবাদদাতা

জেলার দীঘিনালা উপজেলায় দুর্গম পাহাড়ি এলাকায় তিন নম্বর কবাখালী ইউনিয়নের পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডে তারাবনিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়টি অবস্থিত। বিদ্যালয়টি গত একশ' বছর ধরে দুর্গম পাড়া উত্তর তারাবনিয়া গ্রামে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের শিক্ষার আলো ছড়াচ্ছে। রায় চাঁদ চাকমা (হেডম্যান) এর হাতে গড়া দীঘিনালায় এটি প্রথম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ১৯১৮ সালে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হয়। সরকারিকরণ হয় ১৯৭৩ সালে। দীঘিনালার উপজেলা চেয়ারম্যান নবকমল চাকম বলেন, বিদ্যালয়টি সদর উপজেলা থেকে আট কিলোমিটার দূরে। তৎকালীন সময়ে এটি ছিল একমাত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। যে গ্রামে ওই সময় বিদ্যালয়টি স্থাপিত হয়েছে, সেই গ্রামে এখনো বাড়েনি আধুনিক কোনো সুযোগ-সুবিধা। এছাড়া ওই গ্রামে কোনো উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও গড়ে ওঠেনি।

বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতি কমল কান্তি চাকমা বলেন, ১৯৫৪ সাল থেকে ১৯৬০ সাল পর্যন্ত আমি এ বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলাম। ১৯৩৯ সালে এ বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন জয়চন্দ্র চাকমা। তখন এটি নিম্ন প্রাথমিক অর্থাৎ দ্বিতীয় শ্রেণি পর্যন্ত ছিল। ১৯৪০ সালে এ বিদ্যালয়ে উচ্চ প্রাথমিক শিক্ষা চালু হয়। স্কুলের সাবেক ছাত্র ও ওই স্কুলের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক সুশীল জীবন বলেন, তখন স্কুলে খুব বেশি ছাত্র ছিল না। মাত্র কয়েকজন ছাত্র আমরা এ বিদ্যালয়ে পড়তাম। বেড়ার ঘর, ছনের ছাউনি এবং বসার জন্য টেবিল চেয়ার ছিল না। সবাই মাটিতে বসে লেখাপড়া করতাম। তবে শিক্ষকরা খুব মনোযোগ দিয়ে পড়াতেন। এ স্কুলে সাবেক ছাত্র ও পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক সাবেক মন্ত্রী কল্পরঞ্জন চাকমাসহ অনেকে এ বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করে বর্তমানে দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে উচ্চপদে কর্মরত রয়েছে। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক যতীন্দ্র লাল ধামাই বলেন, বিদ্যালয়ে বর্তমান ২০০ জন শিক্ষার্থী ও ছয়জন শিক্ষক রয়েছে। গত কয়েক বছর ধরে পিএসসিতে শতভাগ পাস করছে এ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। এছাড়া উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে বিভিন্ন ক্রীড়া, সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় এ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা পুরস্কৃত হচ্ছে।

উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা ঝর্না দেওয়ান বলেন, বর্তমানে দীঘিনালায় ১০৭টি সরকারি ও ১৩টি সরকারিকরণের প্রক্রিয়াধীন বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। উপজেলার শত বছরের বিদ্যালয়টিতে আমি বেশ কয়েকবার পরিদর্শনে গিয়েছি। এ বিদ্যালয়ের শিক্ষার পরিবেশ ভালো। বিদ্যালয়টির পঞ্চম শ্রেণির সমাপনীর ফলাফল সন্তোষজনক। কর্মরত শিক্ষকরা পাঠদানে আন্তরিক। তবে উপজেলা থেকে যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো হলে বিদ্যালয়টিতে শিক্ষার পরিবেশ আরো ভালো হবে।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং.....
তারিখ.....

চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ	
চীফ, ডি.এল.পি বিভাগ	
সিস্টেম এনালিষ্ট	
সিস্টেম ম্যানেজার	
প্রশাসনিক কর্মকর্তা	
পি.এ.	

কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর